৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির প্রচারণা

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে প্রচারণামূলক কর্মসূচি পালন করেছে জেলা বিএনপি। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে শহরের বড় বাজার এলাকায় পোস্টার লাগানো হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলাল বিশ্বাস, বিএনপি নেতা নাহিদ এনামুলসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এ সময় অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এ দিবস জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও দেশপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার প্রেরণা জোগায়।

দিবসটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে এ প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তিনি দিবসটি সফল করতে দলীয় নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

উল্লেখ্য, আগামী ৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ছাত্রদলের জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আতিক হাসনাত রিংকু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথি শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে, যখন সমগ্র জাতি অনিশ্চয়তার মুখে, তখন সিপাহি-জনতার মিলিত বিপ্লব জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র নস্যাত্ করে দিয়ে দেশপ্রেমের এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে।

তিনি আরও বলেন, সেদিন শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে এনে সিপাহি-জনতা তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। তিনি ক্রান্তিকালীন পরিস্থিতি থেকে দেশকে উত্তরণের পথে নিয়ে এসে প্রবর্তন করেন বহুদলীয় গণতন্ত্র। সূচনা করেন উন্নয়ন ও উৎপাদনের নবধারার রাজনীতি।

তিনি বলেন, ৭ নভেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনের এক অনন্য ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত দিন। সিপাহি-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে আধিপত্যবাদ, একনায়কতন্ত্র, একদলীয় শাসন ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটে। দেশ ফিরে আসে সুশৃঙ্খল পরিবেশে।

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রসঙ্গে শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, দল আমাকে আগামী নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী করেছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, সকলে মিলে ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশনেতা তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সফিকুল ইসলাম পিটু, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি

আকতার হোসেন জোয়াদ্দার, পৌর বিএনপির সভাপতি মোঃ আজিজুর রহমান পিন্টু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিনুল হক রোকন এবং পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ জিল্লুর রহমান ওল্টু।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল মাহমুদ, সহ-সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান, যুগ্ম সম্পাদক আরিফ আহমেদ শিপলব, যুগ্ম সম্পাদক মাহবুব হাসান মাবুদ, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ বকুল হোসেন, মোঃ রকিবুল ইসলাম টগর ও মোঃ রতন আলী।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীর আলম লিমন, সদস্য সচিব, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদল।

সঞ্চালনায় ছিলেন আল ইমরান রাসেল, সাংগঠনিক সম্পাদক, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদল এবং মাহমুদুল হক তনয়, সদস্য সচিব, আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রদল।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দর্শনা পৌর বিএনপির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দর্শনায় গতকাল শুক্রবার জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে টার দিকে দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর বিএনপি দলীয় কার্যালয় সংলগ্নে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য আলহাজ্ব মশিউর রহমান বলেন, সিপাহী জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটেছিলো ৭ নভেম্বর। দেশের তৎকালীন রাজনীতি গতিধারা

পাল্টে দিয়ে দেশ ও জাতিকে নতুন পরিচয়ে অভিষিক্ত করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে ১৫ ই আগস্ট পরবর্তী সেনা অভ্যুত্থানের ও পাল্টা অভ্যুতরের মধ্য দিয়ে দেশের যখন চরম নৈরাজ্য পরিস্থিতি বিরাজ করেছিল তখন সিপাহী জনতা মিলিত ঐক্যের বিপ্লব দেশ ও জাতিকে তার শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিয়েছিল। এর মধ্যে দিয়ে সাময়িক বন্দী দশা থেকে মুক্ত হন স্বাধীনতার ঘোষক তৎকালীন মেজর জেনারেল সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান।

এরপরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব প্রভাব মুক্ত হয়ে শক্তিশালী গণতন্ত্র অর্গোলন মুক্ত হয়ে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যায়। দেশী বহুদলীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে আসে। গণতন্ত্রের প্রবক্তা জিয়াউর রহমানের জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি তার আদর্শে পরিচালিত হয়। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুকে নির্বাচিত করে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই এবার সকলেই ধানের শীষে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন।

উক্ত আলোচনা সভায় দর্শনা পৌরসভার সাবেক মেয়র মহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য মহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য মাহবুবুল ইসলাম খোকন, রেজাউল ইসলাম, বিএনপি নেতা- মোঃ হাবিবুল্লাহ বিশ্বাস, পিয়ার আলী, নুরুল ইসলাম, ইসমাইল আমিন, জুলু মিয়া, হিরোক বিশ্বাস, মোঃ রাসেল আহমেদ, সাবেক সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা মেহজাবিন আফসানা শাপলা (মাস্টার)।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্নআহ্বায়ক মোর্শেদুর রহমান লিংকন, মোস্তাফিজুর রহমান মোহন, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব জালাল উদ্দিন, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, সাবেক কাউন্সিলর বিলকিস খাতুন, সোনাভানু, যুবদল নেতা- আল মুকিত, মোমিনুল ইসলাম, সাব্বির রহমান, দর্শনা কলেজ ছাত্রদলের যুগ্মআহ্বায়ক মোফাজ্জেল হোসেন মোফা, দর্শনা ডিএস মাদরাসা ছাত্রদলের সভাপতি খন্দকার শাহাব উদ্দিন, ছাত্রদল নেতা- আকাশ, ফয়সাল সহ নেতা কর্মীবৃন্দ।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র্যালি

ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে জেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। পরে সেখান থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সাহাজীপাড়ার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আনসার উল হক। প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, জিয়া পরিবার না থাকলে বাংলাদেশ কোনোদিন ভারতীয় আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকতে পারত না। আজ যে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আপনাদের জন্য একটি বড় সুসংবাদ আসবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম এবং জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি, এম.এ.কে খায়রুল বাশার, মীর ফারুক, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ, জেলা বিএনপি’র সাবেক আইনবিষয়ক সম্পাদক আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু।

গাংনীতে মহান জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে জনসভা ও র্যালী

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা বিএনপি ও পৌর বিএনপি’র আয়োজনে আজ শুক্রবার জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে জনসভা ও র্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে গাংনী ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠি হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মোল্লা। ‎অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি বিএনপি’র দলীয় মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন।

‎অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মুরাদ আলী, জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

‎অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড়ু।

‎অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন, জাসাস এর সভাপতি সুলেরী আলভী, পৌর বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু। ‎অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলাম, পৌর যুবদল নেতা মনিরুজ্জামান মনি, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ইমন হোসেন, ঢাকা ছাত্রদল নেতা রাশেদ হোসেন।

‎এসময় গাংনী উপজেলার বিএনপি’র অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।